দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ...

২০ মাসের সেশনজট নিয়ে খুলেছে শাবিপ্রবি ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা হলে উঠতে পারেনি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, সিলেট

কার্যালয়ঃ প্রায় ২০ মাসের সেশনজট নিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়(শাবিপ্রবি) গত বৃহস্পতিবার খুলেছে। তবে পাঠদান শুরু হতে পারে আজ শনিবার থেকে; কিন্তু ইতোমধ্যে পুরো ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সেখানে ঢুকতে পারছে না।

শাবিপ্রবি খোলার আগের দিন অর্থাৎ গত বুধবার সকাল ১০টায় সকল হল খুলে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল আবাসিক ছাত্রছাত্রীদেরকে বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে তাতে প্রবেশ করতে হবে; কিন্তু ছাত্রদলের বাধার কারণে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদের একমাত্র আবাসিক কেন্দ্র শাহপরান হলে ঢুকতে পারেনি। এ পরিস্থিতিতে নবনিযুক্ত প্রভোস্ট ড. কামাল আহমদ এবং সহকারী প্রভোস্ট এটিএম আবদুল্লাহ আল মামুন, ড. ইনাম হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান পদত্যাগ করেন।

গত বৃহস্পতিবার শাবিপ্রবি খোলার দিন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ক্যাম্পাসে শাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফয়সল আজম ও সদস্য মো. আবুল কাসেম আকন সীমান্তসহ ছাত্রলীগের কমপক্ষে ১২জন নেতা-কর্মী সশস্ত্র হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে।

ছাত্রলীগ এ হামলার জন্যে ছাত্রদলকে দায়ী করে এ ব্যাপারে শাবিপ্রবি সিন্ডিকেট সদস্যদের দিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং দোষীদের বিচার দাবি করেছে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের লাগাতার মাসখানেকের ধর্মঘটের জের ধরে পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর শাবিপ্রবি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদেরকে বিছানাপত্রসহ শাহপরান হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

ওইদিন চলতি সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে ছাত্রছাত্রীদের দাবি ছিল তা হোক আরো আগে; কিন্তু শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ এতে সম্মত হননি।

এই ধর্মঘট ...

শাবিপ্রবিতে অন্তত ২ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হবে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, আগামী ২১ শে অক্টোবর থেকে আবার দুর্গাপূজার ছুটি শুরু হবে। তাই নভেম্বরের আগে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না।

১৯৯৬ সালে বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রলীগ আহূত ধর্মঘটে ২ মাসের অচলাবস্থার জের ধরে এখানে সেশনজটের সূত্রপাত। পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে ১৯৯৮ সালে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের যৌথ উদ্যোগে আহূত ধর্মঘট চলে ৩ মাস। ১৯৯৯ সালে প্রতি সেমিস্টারের আগে পাঠদান বন্ধ থাকে ১৫/২০ দিন করে। কয়েকটি ভবনের নামকরণবিরোধী আন্দোলনের দরুন ২০০০ সালে ৮ মাস অচল থাকে শাবিপ্রবি। এছাড়া এ বছর সেমিস্টারে গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে আন্দোলনে আরো ১৫ দিন সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ওই সূত্রটি জানায়, এসব কারণে ইতোপূর্বে ১৮ মাসের সেশনজট লাগে।

একই সূত্র উল্লেখ করে, এক সময়ের সেশনজটমুক্ত শাবিপ্রবিতে এই দীর্ঘ সেশনজট কাটিয়ে উঠতে কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন।

শাবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ এখানে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে সকলের সহযোগিতা